দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি বিভাগে শিক্ষক সংকট

॥ চবি সংবাদদাতা ॥

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন খোলা তিনটি বিভাগে শিক্ষক সংকট চলছে। মাত্র দুইজন শিক্ষক নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চলছে একটি বিভাগ। খণ্ডকালীন শিক্ষকই এখন উক্ত বিভাগগুলোর একমাত্র ভরসা। মনোবিজ্ঞান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি এবং আন্তর্জাতিক বিভাগে শিক্ষক সংকটের কারণে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া একজন শিক্ষককে একাধিক পরীক্ষা কমিটির সদস্য নিয়োগ করায় পরীক্ষার ফলাফলও যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে মনোবিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়। প্রথমে এ বিভাগটি মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে শুরু করা হলেও বর্তমানে ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। যার মধ্যে চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং অপরজন প্রভাষক। এখানে বর্তমান শিক্ষাবর্ষসহ তিনটি শিক্ষাবর্ষ রয়েছে। ১ম বর্ষ এবং ২য় বর্ষে ৬টি করে মোট ১২টি কোর্স পড়ানো হয়। বিভাগের ২ জন এবং খণ্ডকালীন ৩জনসহ মোট ৫ জন শিক্ষক এই কোর্সগুলো পড়িয়ে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, শিক্ষক সংকটের কারণে অধিকাংশ সময়ই ক্লাস রুটিনের পরিবর্তন করা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন ৫ জন। এর মধ্যে একজন রয়েছেন শিক্ষা ছুটিতে। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ বিভাগটি চালু করা হয়। বর্তমানে এখানে ৩টি ব্যাচ রয়েছে। এই বিভাগে ১ম ও ২য় বর্ষে ৫টি করে ১০টি মেজর এবং ৪টি করে ৮টি নন মেজর কোর্স পড়ানো হয়। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে রয়েছে যথাক্রমে ৯টি এবং ১১টি মেজর কোর্স। বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ সকল শিক্ষককে এ কোর্সগুলো সম্পন্ন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আল ফোরকান বলেন, 'খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে আমরা শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।' আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ : খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে কোনরকমে চালানো হচ্ছে। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চালু হয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ ৩ জন শিক্ষক নিয়ে চলছে এ বিভাগ।

শিক্ষক সংকটের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এ বদিউল আলম বলেন, 'শিক্ষক সংকট থাকলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তবে নতুন বিভাগগুলোর কয়েকটিতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।' তবে শিক্ষক নিয়োগ যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত, তাই বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।